ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৬
এপ্রিল-জুন ২০১৬

প্রাণী হত্যা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

এম. হুমায়ুন কবির খালভী*

Killing Animal: Islamic Perspective

ABSTRACT

Allah has created innumerable number of animals and creatures on earth. They are always busy with praising Allah and serving mankind. They play a great role in keeping environmental balance. Considering all these, Islam has declared detailed rules and regulations about animal. The Holy Quran and the Sunnah have set their rights. However, differences exist in rules about animals based on differences in nature and characteristics of animals. Based on nature and characteristics, such rules contain some actions related to animals which are simply allowed in Islam, while some are mandatory, some are makruh (i.e. not liked) and some are forbidden (unlawful), etcetera. The main objective of this article is to analyze and describe rights of animals and related rules in Islam. This article has been prepared following descriptive method of presentation. It describes identity of animals, their rights, kind of animals which is permitted to kill/slaughter and the kind which is not permitted, killing of demon, rule on mistakenly killing of animals, etcetera. The study proves that the rules of Islam in establishing animal's rights are quite logical. In one side, Islam prohibits creating any trouble to animals and determined rules and regulations for animal husbandry, while, on the other hand, considering the public interest it allows killing of some others.

Keywords: animal; killing; rights; *halal*; harmful.

* প্রভাষক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সারসংক্ষেপ

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। এগুলো সর্বদা তাঁর প্রশংসায় এবং পাশাপাশি মানুষের সেবায় নিয়োজিত। পৃথিবীতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রাণীর ভূমিকা অপরিসীম। এ সব দিক বিবেচনায় ইসলাম প্রাণী সম্পর্কে যথাযথ বিধি-বিধান দিয়েছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ প্রাণীর বিভিন্ন অধিকার ও প্রাপ্য নির্ধারণ করেছে। প্রাণীর শ্রেণি ও বৈশিষ্ট্য ভেদে এ সম্পর্কিত বিধানেও ভিন্নতা রয়েছে। ক্ষেত্র অনুযায়ী বিধানগুলোর কোনোটি প্রাণী সম্পর্কিত আচরণকে বৈধ, কোনোটিকে ফরয অথবা মাকরূহ বা হারাম ইত্যাদি রূপে বর্ণনা করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রাণীদের অধিকার ও এ সংক্রান্ত বিধিবিধান বিশ্লেষণ করা এই প্রবন্ধটি রচনার মূল উদ্দেশ্য। বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে রচিত বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে প্রাণী পরিচিতি, অধিকার, কোন্ প্রাণী হত্যা করা বৈধ ও কোন্‌টি নিষিদ্ধ, জিন হত্যা করা, ভুলক্রমে প্রাণী হত্যা ইত্যাদির বিধান তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলাম প্রাণীর অধিকার এবং এ সম্পর্কিত যে বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। একদিকে ইসলাম প্রাণীকে কষ্ট দেয়া নিষিদ্ধ করে এদের প্রতিপালনের বিস্তারিত বিধান দিয়েছে, অন্যদিকে জনকল্যাণ বিবেচনায় কিছু প্রাণী হত্যা করার অনুমতিও দিয়েছে।

মূলশব্দ: প্রাণী; হত্যা; অধিকার; হালাল; কষ্টদায়ক।

ভূমিকা

মহান আল্লাহ অসংখ্য মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির অগণিত প্রাণীও রয়েছে। প্রত্যেক প্রাণের মালিক মহান রাব্বুল 'আলামীন। তিনিই তাদের রিযকের ব্যবস্থা করেন। পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীই সৃষ্টির সেরা জাতি মানবের খিদমতে নিয়োজিত। তবে মহান আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণের মর্যাদা দিয়েছেন। কোনো প্রাণীকে হত্যা করার অন্যায় অধিকার তিনি কাউকে দেননি। এমনকি নিজের প্রাণও নিজে ধ্বংস করতে পারবে না। কারণ, প্রাণদাতা একমাত্র আল্লাহ। তাই তিনি প্রাণগ্রহীতাও। তিনি পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন, যাদের থেকে মানব সমাজ নানাভাবে উপকৃত হয়।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ.﴾

"তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য ওতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু কল্যাণ রয়েছে এবং ওটা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাকো। আর যখন তোমরা সন্ধ্যাকালে ওদেরকে চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে আসো এবং প্রভাতে যখন ওদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ কর আর

ওরা তোমাদের ভারবহণ করে নিয়ে যায় দূর দেশে যেথায় প্রাণান্তকর ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না; তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই স্নেহশীল, পরম দয়ালু। (তিনি) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা (সৃষ্টি করেছেন), যাতে তোমরা আরোহণ করো, (এছাড়া তাতে) শোভা (বর্ধনের ব্যবস্থাও) রয়েছে। তিনি আরো এমন (অনেক ধরনের জন্তু-জানোয়ার) সৃষ্টি করেছেন, যার (পরিমাণ ও উপযোগিতা) সম্পর্কে তোমরা (এখনও পর্যন্ত) কিছুই জানো না।"[১]

তাই সাধারণভাবে যে কোন প্রাণীকেই হত্যা করা জায়িয নয়। তবে আহারের উদ্দেশ্যে আল্লাহর অনুমতিতে হালাল প্রাণী যবেহ করা বৈধ। তেমনি যে সকল প্রাণী হিংস্র ও কষ্টদায়ক, তাদেরকেও প্রয়োজনে হত্যা করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। তবে এ সম্পর্কে অনেক মানুষের স্বচ্ছ ধারণা নেই। তারা অনর্থক প্রাণী হত্যা করে তাদের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। তারা একে পাপও মনে করে না। তাই এ সম্পর্কে শরয়ী সচেতনতা সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, আমাদের সংবিধানেও প্রাণীদের নিরাপত্তা প্রদানের কথা উল্লেখ রয়েছে-

"রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।"[২]

তাই বিভিন্ন সংরক্ষিত এলাকার প্রাণী হত্যার কারণে প্রচলিত আইন মতে শাস্তির ব্যবস্থাও রয়েছে।

প্রাণী পরিচিতি

প্রাণী বলতে যে জীবের প্রাণ আছে, যা যমীনে চলাফেরা করতে পারে; জীবনযুক্ত সচেতন জীব।

ড. সা'দী আবূ হাবীব বলেন:

الحيوان: كل ذي روح: ناطقا كان أو غير ناطق.

"প্রাণী হলো প্রত্যেক প্রাণসম্বলিত জীব, সে কথা বলতে সক্ষম হোক বা না হোক।"[৩]

ইব্নুল মুযাফফ্র [২৬৮-৩৭৯হি.] বলেন:

الحَيوانُ كلٌّ ذِي رُوحٍ "প্রাণী হলো প্রত্যেক প্রাণসম্বলিত জীব।"[৪]

১. আল-কুরআন, ১৬ : ৫-৮
২. বাংলাদেশ সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৬
৩. ড. সা'দী আবু হাবিব, *আল কামুসুল ফিকহী (* দামেস্ক: দারুল ফিকর, ১৯৮৮খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১০৯
৪. আবু মনসুর আল-আযহারী, *তাহযীবুল লুগাত* (বৈরূত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৮৭

মুহাম্মদ আল-খাওয়ারিযমী [মৃ. ৩৮৭ হি.], বলেন:

الحيوان هو كل جسم حي.

"প্রাণী হলো প্রত্যেক জীবনযুক্ত দেহ।"[৫]

এক কথায়, যার প্রাণ আছে, নড়াচড়া ও যমীনে চলাফেরা করতে পারে তাদেরকে প্রাণী বলা হয়।

প্রাণীর অধিকার

প্রাণীর বিভিন্ন অধিকার কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. ﴾

"ভূ-পৃষ্ঠে চলমান প্রতিটি জীব এবং বায়ুমণ্ডলে দু'ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখিই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি। আমি কিতাবে কোনো বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে ছাড়িনি, অতঃপর তাদের সকলকে তাদের প্রতিপালকের কাছে সমবেত করা হবে"।[৬]

নিম্নে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলো তুলে ধরা হলো:

১. ঘাস খাওয়ানো

অধীনস্থ প্রাণীদেরকে আহার করাতে হবে। তাদের জন্য ঘাসের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘাস তাদের উপযুক্ত খাবার। তাই তাদের জন্য মহান আল্লাহ মাড়ির দাঁত দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন:

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ﴾

"বস্তুত পার্থিব জীবনের অবস্থা তো এরূপ, যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম, তৎপর তা দ্বারা উৎপন্ন হয় যমীনের উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়ে, যা মানুষ ও পশুরা ভক্ষণ করে; এমন কি, যখন সেই যমীন নিজের সুদৃশ্যতার পূর্ণ রূপ ধারণ করলো এবং তা শোভনীয় হয়ে উঠলো, আর ওর মালিকরা মনে করলো যে, তারা এখন ওর পূর্ণ অধিকারী হয়েছে, তখন দিবাকালে অথবা রাত্রিকালে ওর উপর আমার পক্ষ থেকে কোনো আপদ এসে পড়লো, সুতরাং আমি ওকে এমন

৫. মুহাম্মদ আল-খাওয়ারিযমী, *মাফাতীহুল উলূম* (দারুল কিতাবিল আরাবী, তাবি.), খ. ১, পৃ. ৬১
৬. আল কুরআন, ৬ : ৩৮

নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, যেন গতকল্য ওর অস্তিত্বই ছিল না, এরূপেই নিদর্শনাবলিকে আমি বিশদরূপে বর্ণনা করি এমন লোকদের জন্যে যারা ভেবে দেখে।"[৭]

২. বন্দী করে রাখা নিষিদ্ধ

বন্দী করে ক্ষুধার্তাবস্থায় তাদেরকে হত্যা করা হারাম। হিশাম ইবন যায়েদ ইবন আনাস ইবন মালিক বলেন:

دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِك دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ».

"আমি আমার দাদা আনাস ইবন মালিকের সাথে হাকাম ইবন আইয়ুবের বাড়িতে প্রবেশ করলাম। তখন দেখলাম, কিছু লোক একটি মুরগীকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করছে। তখন আনাস রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ স. প্রাণীদেরকে বন্দী করে আটকে রাখতে নিষেধ করেছেন"।[৮]

আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

عُذِّبَت امْرَأَةٌ فِي هِرَّة حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لاَ أَنْت أَطْعَمْتهَا، وَلاَ سَقَيْتهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا ، وَلاَ أَنْت أَرْسَلْتِيهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ.

"জনৈকা মহিলাকে এক বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। সে তাকে বন্দী করে রেখেছিল, অবশেষে সে ক্ষুধায় মারা যায়। এ কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করলো। রাবী বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ স.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ভালোই জানেন যে, বাঁধা থাকাকালীন তুমি তাকে না খেতে দিয়েছিলে, না পান করতে দিয়েছিলে এবং না তুমি তাকে ছেড়ে দিয়েছিলে, তাহলে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকতো।"[৯]

৩. সাধ্যের বাইরে কষ্ট না দেয়া

প্রাণীদেরকে তাদের শক্তি ও সামর্থ্য মতে কাজে ব্যবহার করতে হবে। যদি বেশি কাজ নিতে হয় তাহলে তাকে বেশি খাবার দিতে হবে। আবদুল্লাহ ইবন জাফর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন:

أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لاَ أُخْبِرُ بِهِ أَحَدًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ،

৭. আল-কুরআন, ১০ : ২৪

৮. মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আল মুসনাদ আস সহীহ* (বৈরূত: দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা বি.), (بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ), খ. ৩, পৃ. ১৫৪৯, হাদীস নং ১৯৫৬

৯. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী, *আল জামি আস সহীহ*, (কায়রো: দারুশ শু'আব, ১৪০৭ হি, ১৯৮৭খ্রি.), পরিচ্ছেদ : (فضل سقي الماء), খ. ৩, পৃ. ১৪৭, হাদীস নং ২৩৬৫

فَدَخَلَ يَوْمًا حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الأَنْصَارِ، فَإِذَا جَمَلٌ قَدْ أَتَاهُ فَجَرْجَرَ، وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ قَالَ بَهْزٌ، وَعَفَّانُ : فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاتَهُ وَذِفْرَاهُ، فَسَكَنَ، فَقَالَ : مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ؟ فَجَاءَ فَتًى مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ : هُوَ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ : أَمَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَهَا اللَّهُ، إِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ.

"আমাকে রাসূলুল্লাহ স. একদিন তার পেছনে বসালেন, তখন তিনি আমাকে একটি কথা গোপনে বললেন, যা আমি কাউকে যেন খবর না দিই। রাসূলুল্লাহ স.-এর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার সময় তার প্রিয় আড়াল ছিল কোনো বালির স্তূপ বা খেজুর গাছের প্রাচীর। তিনি একদিন এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করলেন। সেখানে একটি উট পেলেন, যে তার কাছে এসে অভিযোগ করল আর তার চক্ষুদয় অশ্রু প্রবাহিত করল। বাহ্য ও আফফান বলল, যখন নবী স. তাকে ক্রন্দন করতে ও চক্ষুদ্বয় অশ্রু প্রবাহিত করতে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ স. তার নিতম্ব ও পশ্চাৎদিক মাস্হ করতে লাগলেন। তখন সে প্রশান্ত হলো আর তিনি বললেন, এই উটের মালিক কে? তখন আনসারের এক যুবক এসে বলল, এটা আমার, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, তুমি কি এই জানোয়ারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না, আল্লাহ তোমাকে যার মালিক বানিয়েছেন সে অভিযোগ করছে, তুমি তাকে ক্ষুধার্ত রেখে মেহনত করাও"।[১০]

৪. গালি না দেয়া

প্রাণীদেরকে গালি দেয়া যাবে না। যায়েদ ইবন খালিদ আলজুহানী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

لاَ تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلاَةِ.

"তোমরা মোরগকে গালি দিওনা। কেননা, সে তোমাদেরকে সালাতের দিকে আহ্বান করে"।[১১]

৫. খেলনার বস্তুতে পরিণত না করা

অনর্থক তাদের নিয়ে খেলা করা নিষিদ্ধ। সায়ীদ ইবনে জুবাইর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا، وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ، مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

১০. আহমদ ইব্ন হাম্বাল, *আল মুসনাদ*, তাহকিক: আবুল মু'আতী নূরী (বৈরূত: আলামুল কুতুব, ১৪১৯হি, ১৯৯৮খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০৪, হাদীস নং ১৭৪৫

১১. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯২, হাদীস নং ২২০১৯

"একবার ইবন উমর রা. কুরাইশের এক যুবকদলের পাশ দিয়ে গমন করলেন। তারা একটি পাখিকে লক্ষ্য বানিয়ে তীর নিক্ষেপ করছে। তারা তাদের ভুল নিক্ষেপিত তীরের মালিকানা পাখির মালিকের জন্য ঘোষণা করে। যখন তারা ইবন উমরকে দেখল, তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন ইবন উমর রা. বললেন, এই কাজ কে করেছে? তাদের উপর আল্লাহর লা'নত। এই কাজ কে করেছে? নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ স. লা'নত করেছেন ঐ ব্যক্তির উপর, যে কোনো প্রাণীকে তীরের লক্ষ্য বানিয়েছে"।[১২]

৬. বিনা প্রয়োজনে হত্যা না করা

যে কোনো প্রাণী বিনা প্রয়োজনে হত্যা করা নিষিদ্ধ। হযরত আমর ইবন শারীদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا، عَجَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ : يَا رَبِّ إِنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ.

"যে ব্যক্তি অযথা কোনো চড়ুই পাখি হত্যা করবে, সে কিয়ামতের দিন ক্রন্দন করে বলবে, হে রব! নিশ্চয় অমুখ আমাকে অযথা হত্যা করেছে আর আমাকে কোনো কল্যাণে হত্যা করেনি"।[১৩]

৭. তাদের সামনে ছুরিতে শান না দেয়া

প্রাণী যেন মানসিকভাবে কষ্ট না পায়, তাই তাদের সামনে ছুরিতে শান দেয়া সমীচীন নয়। ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

مَرَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا، فَقَالَ: «أَفَلَا قَبْلَ هَذَا تُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَتَيْنِ.

"(একবার) রাসূলুল্লাহ স. এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে ছাগলের পিঠে পা রেখে ছুরিতে ধার দিচ্ছে এবং ছাগল তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। তখন তিনি বললেন, তুমি তা আগেভাগে কেন করলে না? তুমি তো তাকে দুবার মারতে চাচ্ছ"।[১৪]

৮. হত্যার ক্ষেত্রেও সদয় হওয়া

প্রয়োজনে যখন প্রাণী যবেহ করবে, তখন তাতে সদয় হওয়া জরুরী। হযরত শাদ্দাদ ইবন আউস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

১২. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৫৫০, হাদীস নং ১৯৫৮

১৩. আহমদ, *মুসনাদ*, খ. ৪, পৃ. ৩৮৯, হাদীস নং ১৯৬৯৯; আবু আব্দুর রহমান আহমদ নাসাঈ, *আস সুনানুল কুবরা* (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ১৪২১হি/২০০১খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ২৭৫, হাদীস নং ৪৪৫৮

১৪. আবুল কাসেম সুলাইমান তাবরানী, *আল মুজামুল আওসাত* (কায়রো: দারুল হারামাইন, তা বি.), খ. ৪, পৃ. ৫৩, হাদীস নং ৩৫৯০

ثِنْتَان حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

"দুটি বিষয় আমি রাসূলুল্লাহ স. থেকে স্মরণ রেখেছি। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। অতএব, তোমরা যখন হত্যা করবে সুন্দরভাবে হত্যা কর আর যখন যবেহ করবে সুন্দরভাবে যবেহ কর আর তোমরা তোমাদের ছুরিতে শান দেবে, যাতে জন্তুকে আরাম দিতে পারো"।[১৫]

৯. উপযোগী খিদমত গ্রহণ করা

যে প্রাণী যে কাজের উপযোগী তাকে সে কাজে ব্যবহার করা উচিত। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স. কে বলতে শুনেছি:

بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِه عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَالْتَفَتَ إِلَيْه الذِّئْبُ فَقَالَ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي وَبَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَتْ إِلَيْه فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا وَلَكِنِّي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

একবার এক রাখাল তার বকরির পালের কাছে ছিল। এমতাবস্থায় একটি নেকড়ে বাঘ আক্রমণ করে পাল থেকে একটি বকরি নিয়ে গেল। রাখাল নেকড়ে বাঘের পেছনে ধাওয়া করে বকরিটি তার নিকট থেকে ফিরে পেতে চাইল। তখন বাঘটি তার দিকে ফিরে বলল, (তুমি বকরিটি ফিরে পেতে চাও?) হিংস্র জন্তুর আক্রমণের দিন তাকে কে রক্ষা করবে, যেদিন তার জন্য আমি ব্যতীত কোনো রাখাল থাকবে না? একবার এক ব্যক্তি একটি গাভির পিঠে বোঝা তুলে দিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন গাভিটি তার দিকে ফিরে বলল, আমাকে তো এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি; আমাকে কৃষিকাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কথা শুনে লোকেরা বিস্ময়ের সাথে বলতে লাগল, সুবহানাল্লাহ! (কী আশ্চর্য, নেকড়ে কথা বলে! গাভী কথা বলে!) রাসূলুল্লাহ স. বললেন, আমি, আবূ বক্‌র ও 'উমর এ কথা বিশ্বাস করি।"[১৬]

১০. তাদের বিপদে সাহায্য করা

প্রাণীরা যদি কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন তাকে সাহায্য করা উচিত। তাতেও পুণ্য রয়েছে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِه.

১৫. মুসলিম, *আস-সহীহ*, (بَابُ الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ), প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৪৮, হাদীস নং ১৯৫৫

১৬. বুখারী, *আস-সাহীহ*, পরিচ্ছেদ: (مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ), খ. ৫, পৃ. ৬, হাদীস নং ৩৬৬৩

"একবার এক কুকুর একটি কূপের চতুষ্পার্শ্বে এভাবে ঘুরছিল যে, (মনে হয় যেন) সে এখনই মারা যাবে। এমন সময় বনী ইসলা'ঈলের জনৈকা ব্যভিচারিণী কুকুরটি দেখল এবং সে তার মোজা খুলে (পানি তুলে) তাকে পান করাল এবং এ কারণে তাকে ক্ষমা করা হলো"।[১৭]

ইসলামে প্রাণী হত্যার বিধান

বিনা প্রয়োজনে ইসলামে প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ। ইসলাম মানব কল্যাণের জন্য প্রাণী হত্যা বৈধ মনে করে। শুধু ইসলাম নয় বরং পূর্ববর্তী সকল ধর্মে তা বৈধ ছিল। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ كُلِّ ذِي رُوحٍ إِلا أَنْ يُؤْذِيَ.

"রাসূলুল্লাহ স. প্রত্যেক প্রাণী হত্যা করা থেকে নিষেধ করেছেন; তবে সে কষ্ট দিলে ভিন্ন কথা।" [১৮]

হাদীসের বিশিষ্ট ভাষ্যকার বদরুদ্দীন আল-'আইনী রহ. বলেছেন:

وَالنَّهْي عَن قتل الْحَيَوَان إِمَّا لحُرْمَته كالآدمي، وَإِمَّا لتَحْرِيم أكله كالصرد، والهدهد، والضفدع لَيْسَ بمحرم فَكَانَ النَّهْي منصرفا إِلَى الْوَجْه الآخر.

"প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ হবার কারণ হয়তো প্রাণীটি মর্যাদাসম্পন্ন যেমন- মানুষ, অথবা তা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ যেমন- শ্রাইক ও হুদহুদ। ব্যাঙের ব্যাপারটি ভিন্ন। যদিও তা মর্যাদাসম্পন্ন নয়; তা নিষিদ্ধ হবার অন্য কারণ নিহিত রয়েছে।"[১৯]

যেসব প্রাণী হত্যা করা জায়িয নয়

কিছু প্রাণী রয়েছে তাদেরকে বিভিন্ন কারণে হত্যা করা জায়িয নয়। নিম্নে তাদের তালিকা তুলে ধরা হলো:

১. ব্যাঙ

ব্যাঙ হত্যা করা মাকরূহ। কেননা, ব্যাঙ ইবরাহীম আ.-এর আগুন নিভাতে পেশাব করেছিল। তাই প্রিয় নবী স. একে এ মর্যাদা দিয়েছেন।

আবদুর রহমান ইবন উসমান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَوَاءً يُجْعَلُ فِيهِ الضِّفْدَعُ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ.

১৭. বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ২১১, হাদীস নং ৩৪৬৭

১৮. আবুল কাসেম সুলাইমান তাবরানী, *আল মু'জামুল কবির* (বৈরূত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ১১৬, হাদীস নং ১২৬৩৯

১৯. বদরুদ্দীন আইনী, *উমদাতুল কারী* (বৈরূত: দারু ইহইয়াতুস তুরাছিল আরবি, তা বি.), খ. ২১, পৃ. ১০৭

"(একবার) জনৈক ডাক্তার নবী স.-এর সামনে এমন ঔষধের কথা বললেন, যাতে ব্যাঙ ব্যবহৃত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ স. ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করেন"।[২০]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

لاَ تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ، فَإِنَّ نَقِيقَهَا الَّذِي تَسْمَعُونَ، تَسْبِيحٌ.

"তোমরা ব্যাঙ হত্যা করো না; কেননা, তার ডাক যা তোমরা শোনতে পাও তা তাসবীহ"।[২১]

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

كَانَت الضُّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ الْوَزَغُ يَنْفُخُ فِيهِ، فَنُهِيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا، وَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا.

"ব্যাঙ ইবরাহীমের আগুন নিভানোর চেষ্টা করেছিল আর টিকটিকি তাতে ফুঁকু দিয়েছিল, তাই ব্যাঙ হত্যা নিষেধ করা হয়েছে এবং টিকটিকি হত্যার অনুমতি দেয়া হয়েছে।"[২২]

২. দংশন করে না এমন পিঁপড়া

পিঁপড়া হত্যা করা মাকরূহ।

আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী বলেন:

(ويكره قتل النملة، ما لم تبتدي بالأذى) لأن قتل الحيوان إنما يجوز لغرض صحيح، فإذا لم يؤذ: لا يقتل (بخلاف القملة) فإنه يجوز قتلها مطلقاً، سواء آذت أو لا، لأنها بالطبع مؤذية، وكذلك البراغيث.

"পিঁপড়া হত্যা করা মাকরুহ, যদি কষ্ট না দেয়। কেননা, প্রাণী হত্যা করা কেবল সৎ উদ্দেশ্যেই বৈধ। তাই যখন সে কষ্ট দিবে না, তাকে হত্যা করা হবে না। উকুনের ব্যাপারটি ভিন্ন। সে কষ্ট প্রদান করুক বা না করুক একে সর্বাবস্থায় হত্যা করা যাবে। কেননা, সে স্বভাবজাতভাবে কষ্টদায়ক। আটালির ব্যাপারটিও অনুরূপ।"[২৩]

৩. হুদহুদ

হুদহুদ হত্যা করা মাকরূহ। হুদহুদ কবুতরের মতো এক ধরনের পাখি। তার কাছ থেকে সুলাইমান আ. পানি তালাশের সহযোগিতা নিয়েছিলেন।[২৪]

২০. আবু বকর আব্দুল্লাহ ইব্ন আবি শায়বা, *মুসান্নাফে ইব্ন আবি শায়বা* (বোম্বাই: তাবআতুত দারুস সলাফিয়্যা, তাবি), খ. ৭, পৃ. ৪৫০, হাদীস নং ২৪১৭৭

২১. ইব্ন আবি শায়বা, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৭, পৃ. ৪৫০, হাদীস নং ২৪১৭৮

২২. আব্দুর রায্যাক, *আল মুসান্নাফ*, তাহকিক: হাবিবুর রহমান আযমী (হিন্দ: আল মজলিসুল ইলমী, ১৪০৩হি), খ-৪, পৃ. ৪৪৫, হাদীস নং ৮৩৯২

২৩. বদরুদ্দীন আইনী, *মিনহাতুস সুলুক ফি শরহি তুহফাতুল মুলূক* (কাতার: ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, ২০০৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪২৫

২৪. আবু আব্দুর রহমান ফরাহিদী, *কিতাবুল আইন* (মাকতাবাতুল হিলাল), খ. ৩, পৃ. ৩৪৭

ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ : النَّمْلَة، وَالنَّحْلَة، وَالْهُدْهُد، وَالصُّرَد.

"রাসূলুল্লাহ স. চারটি প্রাণী হত্যা থেকে নিষেধ করেছেন। এগুলো হলো, পিঁপড়া, মৌমাছি, হুদহুদ ও শ্রাইক পাখি"।[২৫]

৪. শ্রাইক পাখি (الصُّرَد)

যা দেখতে দোয়েল পাখির মত। শ্রাইক পাখি হত্যা করা মাকরূহ।

৫. মৌমাছি

যাকে মধুপোকাও বলা হয়। তা হত্যা করা নিষেধ। যুহরী রা. বলেন:

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَن قَتْلِ النَّمْلِ وَالنَّحْلِ.

"নবী স. পিঁপড়া ও মৌমাছি হত্যা করতে নিষেধ করেন"।[২৬]

৬. বিড়াল

বিড়ালকে নবী স. আদর করতেন। তাকে আহার করাতেন। তাই তাকে হত্যা করা অনুচিত। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

عُذِّبَت امْرَأَةٌ فِي هِرَّة سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

"এক মহিলাকে বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে। সে তাকে বন্দী করে রাখে, ফলে তা মারা যায়। ফলে সে জাহান্নামী হয়েছে। সে যখন তাকে বন্দী করে রেখেছিল, তখন তাকে খেতেও দেয়নি, পান করতেও দেয়নি আর ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের কীটমূষিকাদী খেতে পারে"।[২৭]

৭. কুকুর

কিছু নির্দিষ্ট কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর হত্যা করা জায়িয নয়। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بفيه حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

২৫. আহমদ, *মুসনাদ*, খ. ১, পৃ. ৩৩২, হাদীস নং ৩০৬৭
২৬. ইব্ন আবি শায়বা, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৯, পৃ. ১১০, হাদীস নং ২৭১৮৮
২৭. মুসলিম, *আস-সহীহ*, পরিচ্ছেদ: (تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ), খ. ৪, পৃ. ১৭৭০, হাদীস নং ২২৪২

"এক লোক রাস্তা দিয়ে চলছে এমন সময় তার প্রচণ্ড পিপাসা লাগল। তখন সে একটি কূপ পেল এবং তাতে অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর সে বের হয়ে এসে দেখল, একটি কুকুর হাফাচ্ছে এবং পিপাসার কারণে মাটি খাচ্ছে। তখন লোকটি বলল, নিশ্চয় এই কুকুরের আমার মত পিপাসা লেগেছে। তখন সে তাতে অবতরণ করল ও পানি দ্বারা তার মোজা ভর্তি করল, অতঃপর তার মুখ বন্ধ করে উঠে গেল আর কুকুরকে পান করাল। তখন আল্লাহ তার শোকর আদায় করল ও তাকে ক্ষমা করল। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য এই প্রাণীদের ক্ষেত্রে কি পুণ্য রয়েছে? তখন তিনি বললেন, প্রত্যেক তাজা কলিজাতে পুণ্য রয়েছে"।[২৮]

আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

لَوْلاَ أَنَّ الكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ.

"যদি কুকুর একটি জাতি না হতো, তবে আমি তাদের সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দিতাম। তাই তোমরা তাদের মাঝে নিকষ কালো কুকুরকে হত্যা কর"।[২৯]

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

إِنِّي لَمِمَّنْ يَرْفَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّ الكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلاَّ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ.

"রাসূলুল্লাহ স.-এর খুতবা দানের সময় যারা তাঁর চেহারা থেকে গাছের ডালগুলো সরিয়ে রাখতেন আমি তাদের একজন। তিনি বলেন, যদি কুকুর একটি জাতি না হত, তবে আমি তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দিতাম। তাই তোমরা তাদের নিকষ কালো কুকুরকে হত্যা কর। আর যে কোনো পরিবার কুকুর লালন করবে, তাদের আমল থেকে প্রতিদিন এক কীরাত পুণ্য কমে যাবে। তবে শিকারের কুকুর, ক্ষেতের কুকুর ও ছাগল পাহারা দেয়ার কুকুর হলে ভিন্ন।"[৩০]

তিন প্রকার কুকুর হত্যা করা বৈধ:

১. পাগলা ককুর, যে মানুষের উপর হামলা করে;

২৮. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, পরিচ্ছেদ: (فَضْلِ سَاقِي الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا), খ. ৪, পৃ. ১৭৬১, হাদীস নং ২২৪৪
২৯. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা তিরমিযী, *আস সুনান*, তাহকীক: বাশ্শার (বৈরূত: দারুল গরবিল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৩০, হাদীস নং ১৪৮৪
৩০. তিরমিযী, *আসসুনান*, খ. ৩, পৃ. ১৩২, হাদীস নং ১৪৮৯

২. বেওয়ারিশ কাল কুকুর। যার পুরো শরীর কাল। তাতে ভিন্ন কোনো রঙ নেই;
৩. যে কুকুর অন্য প্রাণীদের উপর হামলা চালায়। এই তিন প্রকার ব্যতীত বাকী সকল প্রকার কুকুর হত্যা করা জায়িয নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুকর হত্যা করার বিধান ছিল, পরে তা রহিত হয়েছে।

জাবির ইবন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ স. কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন। এমনকি কোনো মহিলা গ্রাম থেকে তার কুকুর নিয়ে আসত, তখন আমরা তাকে হত্যা করতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ স. কুকুর হত্যা করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, "তোমরা (কেবল) দুই ফোঁটা বিশিষ্ট নিকষ কালো বেওয়ারিশ কুকুরকে হত্যা কর। কেননা, তা শয়তান।"[৩১]

৮. রোগাক্রান্ত প্রাণী

শায়খ উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.) বলেন, "যখন কোনো প্রাণী অসুস্থ হয়, যদি তা হারাম প্রাণী হয় ও তাদের আরোগ্য লাভ করার আশা করা না যায়, তখন তাকে হত্যা করতে বাধা নেই। কেননা, তাকে জীবিত রাখলে তাতে তোমাদের সম্পদ নষ্ট হবে। কেননা, তার খরচ বহন করতে হবে, যা অনর্থক নতুবা তাকে খাবার ও পানীয় বিহীন মৃত্যু পর্যন্ত রেখে দিতে হবে। তাও হারাম। কেননা, নবী স. বলেছেন, জনৈকা মহিলা এক বিড়ালকে বন্দী করে রাখার কারণে জাহান্নামী হয়েছে যে তাকে খাবার দেয়নি ও মুক্তিও দেয়নি, যাতে সে যমীনের কীটমুষিকাদি খেতে পারে। আর যে প্রাণীটি হালাল হয় আর তা দ্বারা কল্যাণ অর্জন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, তখন তা হারাম প্রাণীর মত। অর্থাৎ তাকে হত্যা করা যাবে যবেহের মাধ্যমে বা বন্ধুকের গুলির মাধ্যমে। তার জন্য যেটা আরামদায়ক তাই করা হবে; কেননা, নবী স. ইরশাদ করেন, যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন তোমরা সুন্দরভাবে হত্যা কর আর যখন যবেহ করবে তখন তোমরা সুন্দরভাবে যবেহ করবে আর তোমাদের প্রত্যেকেই ছুরিতে ধার দিবে যাতে জন্তু আরাম পায়"।[৩২]

"ইসলাম অন লাইনের এক ফতওয়ায় বলা হয়েছে, "শাফিয়ী, আবু দাউদ, হাকিম প্রমুখ আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী স. ইরশাদ করেন, কোনো

৩১. মুসলিম, *আসসহীহ*, পরিচ্ছেদ: (الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا إِلَّا لِصَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ), খ. ৩, পৃ. ১২০০, হাদীস নং ১৫৭২

৩২. https://islamqa.info/ar/8814|"

মানুষ কোনো চড়ুইপাখি বা আরও বড় কোনো প্রাণীকে যথার্থ হক ব্যতীত হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার থেকে হত্যার কৈফিয়ত চাইবেন। এক সাহাবী বললেন, তার কি হক? তিনি বললেন, তাকে যবেহ করে ভক্ষণ করা, তার মাথা কেটে ফেলে না দেওয়া। তাই কোনো হালাল চড়ুই পাখি হত্যা করে না খেয়ে ফেলে দেয়া নিষিদ্ধ। আর অনর্থক হারাম প্রাণী হত্যা করাও নিষিদ্ধ। ইমাম শাফিয়ী স্পষ্টভাবে বলেছেন, হারাম প্রাণী বয়সের কারণে, এমনকি তাকে আরাম দেয়ার উদ্দেশ্যেও হত্যা করা নিষিদ্ধ। তবে কেউ যদি তার চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য যবেহ করে, তবে তা হারাম হবে না। কেননা, তাও একটি মহৎ উদ্দেশ্য। তেমনি যদি তার গোশত চিড়িয়াখানায় বিদ্যমান প্রাণীর জন্য খাবার হিসেবে পেশ করে, তবে তাও বৈধ। কেননা, চিড়িয়াখানা তৈরি ও সংরক্ষণও বিধিবদ্ধ উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা প্রাণীদের স্বভাব নিয়ে অবগত হওয়া যায় ও তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি তাদের হাড়, খুর ও পশম দ্বারা উপকৃত হওয়াও বিধিসম্মত। এর জন্য প্রাণী হত্যা করা যাবে। তারা রোগাক্রান্ত হোক বা না হোক। তাই প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ, যদি কোনো যথার্থ উপকারিতা না থাকে। যেমন কোনো প্রাণী বা পাখিকে তীর বা বন্ধুকের গুলি ছুঁড়ার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা। সহীহ মুসলিমে এসেছে, "তোমরা প্রাণীকে তীরের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত কর না"।[৩৩]

৯. হারাম এলাকার[৩৪] বন্যপ্রাণী

হারামে যে কোনো বন্য প্রাণী হত্যা করা নিষিদ্ধ। তবে সেখানেও কষ্টদায়ক প্রাণীগুলি হত্যা করা বৈধ। হাদীছে এধরণের পাঁচটি প্রাণীর কথা এসেছে। পরবর্তীতে এর আলোচনা আসছে।

কোন্ প্রাণী হত্যা করা বৈধ

ইসলামে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে প্রাণীদের হত্যা করতে বাধা নেই। নিম্নে যেসব প্রাণী হত্যা করা বৈধ এবং তাদের হত্যা বৈধ হওয়ার কারণ তুলে ধরা হলো:

১. হালাল প্রাণী

হালাল প্রাণী আহারের উদ্দেশ্য যবেহ করা যাবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورَةً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ قَتْلِهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلَهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا، فَيَرْمِيَ بِهَا.

৩৩. http://fatwa.islamonline.net/3446

৩৪. হারাম বলতে মক্কা শরীফে কাবার চতুর্দিকে সম্মানযোগ্য পবিত্র স্থানকে বুঝানো হয়। যার সীমানা আনুমানিক ছয় মাইল।

"যে ব্যক্তি কোনো চড়ুই পাখি বা তার চেয়ে বড় কোনো প্রাণী অন্যায়ভাবে হত্যা করল, আল্লাহ তার কাছে তার হত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার কি হক? তিনি বলেন, তাকে যবেহ করবে, অতঃপর তাকে ভক্ষণ করবে আর তার মাথা কেটে ফেলে দিবে না"।[৩৫]

২. কষ্টদায়ক হারাম প্রাণী

যে সকল প্রাণী কষ্ট দেয় তাদেরকে হত্যা করা বৈধ। নিম্নে তাদের কিছু তালিকা তুলে ধরা হলো।

ক) **সাপ** : সাপ কষ্টদায়ক প্রাণী। তাই তাকে হত্যা করা বৈধ। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ

"পাঁচটি সীমালংঘনকারী প্রাণী তাদেরকে হিল (হারাম ও হাজীদের মীকাতের মাঝখানের স্থান) ও হারামে হত্যা করা যাবে। এগুলো হলো, সাপ, পেটে বা পিঠে দাগযুক্ত কাক, ইঁদুর, পাগলা কুকুর ও চিল"।[৩৬]

খ) সাদা-কালো দাগযুক্ত কাক: যাদেরকে ডোরা কাক বলা হয়। যার পেট বা পিঠে সাদা দাগ রয়েছে।

গ) **ইঁদুর:** কেননা ইঁদুর মানুষের আহার নষ্ট করে দেয় ও অনেক সময় বিভিন্ন পাত্রে মুখ দিয়ে নষ্ট করে দেয়।

ঘ) পাগলা কুকুর: যে কুকুর মানুষকে দংশন করে।

ঙ) চিল: যে বিভিন্ন গৃহপালিত মুরগী ইত্যাদির উপর আক্রমণ করে।

চ) মশা: মানুষকে আরামে ঘুম যেতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

ছ) মাছি: মাছি বিভিন্ন খাবারে মুখ রাখে, যার কারণে বিভিন্ন প্রকার রোগ সৃষ্টি হয়।

জ) ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ: মানুষের খাবারকে নাপাক করে ফেলে।

ঝ) বিচ্ছু: মানুষকে কামড় দেয় ও দংশন করে।

ঞ) উকুন : মানুষের চুলের গোড়া নষ্ট করে ও মানুষের জীবনযাত্রাকে অসহ্য করে ফেলে।

৩. দংশনকারী প্রাণী

দংশনকারী পিঁপড়া: যে সকল পিঁপড়া দংশন করে তাদেরকে হত্যা করা বৈধ। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

৩৫. আবু আব্দুর রহমান আহমদ নাসাঈ, *আস সুনানুল কুবরা* (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১হি/২০০১খ্রি), খ. ৭, পৃ. ২৩৬, হাদীস নং ৪৩৬০

৩৬. বুখারী, *আস সহীহ*, পরিচ্ছেদ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ), খ. ৪, পৃ. ১৫৭, হাদীস নং ৩০৮৭

أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟

"একবার এক পিঁপড়া এক নবীকে কামড় দিল। তখন তিনি পিঁপড়ার গ্রামকে জ্বালানোর নির্দেশ দিলেন। তখন আল্লাহ তার নিকট ওহী পাঠালেন যে, তোমাকে একটি পিঁপড়া কামড় দেয়ার কারণে কি এমন এক উম্মতকে ধ্বংস করেছ, যে তাসবীহ পড়ছে"।[৩৭]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ، فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً.

"একবার এক গাছের নিচে এক নবী অবতরণ করলেন, তখন তাকে এক পিঁপড়া কামড় দিল, তখন তিনি সৈন্য প্রস্তুত করলেন ও তাদেরকে নিচ থেকে বের করলেন। অতঃপর তাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করলেন। তখন আল্লাহ তার নিকট ওহী পাঠালেন যে, তুমি শুধু আক্রমনকারী পিঁপড়াটিকে কেন হত্যা করনি?"[৩৮]

ইবরাহীম নাখয়ী [৪৭-৯৬হি.] বলেন:

إِذَا آذَاكَ النَّمْلَ فَاقْتُلْهُ.

"যখন তোমাকে কোনো পিঁপড়া কষ্ট দেবে, তখন তুমি তাকে হত্যা কর"।[৩৯]

খালিদ ইবনে দীনার রহ. বলেন:

رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ رَأَى نَمْلاً عَلَى بِسَاطٍ فَقَتَلَهُنَّ.

"আমি আবুল আলিয়াকে দেখেছি, তিনি তার বিছানায় একটি পিঁপড়া দেখলেন, তখন তাকে হত্যা করলেন"।[৪০]

৪. প্রয়োজনীয় প্রাণী

বিভিন্ন প্রয়োজনেও প্রাণী হত্যা করা বৈধ। যেমন-

ক) কোনো প্রাণী চিকিৎসার ঔষধ তৈরি করার জন্য হত্যা করা বৈধ।

খ) কোনো প্রাণী যদি রোগাক্রান্ত হয়ে যায় এবং তার চামড়া কাজে ব্যবহার করা যায় বা তার গোশত কোনো চিড়িয়াখানার অন্য কারও খাবার হয়, তাহলে তাকেও হত্যা করা বৈধ।

৩৭. মুসলিম, *আস সাহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৫৯, হাদীস নং ২২৪১

৩৮. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৫৯, হাদীস নং ২২৪১

৩৯. ইব্ন আবি শায়বা, *মুসান্নাফ*, খ. ৯, পৃ. ১১০, হাদীম নং ২৭১৮৯

৪০. প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১১০, হাদীস নং ২৭১৯০

আল-মওসুয়াহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাতে বর্ণিত হয়েছে:

"ফুকাহায়ে কিরাম হারাম প্রাণীর চামড়া, পশম ও চুল দিয়ে উপকৃত হওয়ার জন্য শিকার ও যবেহ হালাল হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করেন। শাফিয়ীগণ বলেন, উপকৃত হওয়ার জন্য হারাম প্রাণী যবেহ করা যেমন খচ্চর, গাধা এবং তাদের চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম। কেননা ভক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যতীত প্রাণী যবেহ নিষিদ্ধ। আর হানাফীগণ বলেন, হারাম প্রাণীর চামড়া, পশম বা চুল দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য শিকার করা হালাল। কেননা, উপকার অর্জনও একটি বিধিসম্মত উদ্দেশ্য। মালিকী ফকীহদের মতও তাই। হাম্বলীদের এ ব্যাপারে কোনো মতামত নেই।"[৪১]

৫. ঘৃণিত প্রাণী

যে সকল প্রাণী কোনো না কোনো কারণে অভিশপ্ত হয়েছে তাদের হত্যা করা বৈধ।

ক). শূকর হত্যা করা

ঘৃণিত প্রাণী হিসেবে শূকর হত্যা করা বৈধ। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ.

"ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! অতিসত্বর তোমাদের মাঝে ইবন মারয়াম আ. অবতীর্ণ হবেন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে। তখন তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে দিবেন, শূকর হত্যা করবেন, কর রহিত করবেন ও সম্পদ এভাবে বেড়ে যাবে যে, কেউ কারো সম্পদ গ্রহণ করবে না।"[৪২]

খ). টিকটিকি (وزغة\أبوبريص) (Gecko)

এটাকে আরবীতে আবু বুরাইছ বলা হয়। সাধারণত তা টিকটিকির এক প্রজাতি। টিকটিকি বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। হাদীছে যার কথা এসেছে তা একটু বড় আকারের। গায়ে ফুট ফুট। তার চামড়া পাতলা। তার লাল ও সবুজ মিশ্রিত গায়ে কাল দাগ রয়েছে। জিহ্বা লাল। তার খাবার হলো মশা ও ছোট ছোট পোকা মাকড়। তার মাথা একটু বড়। তবে বাসার মধ্যে যে ছোট টিকটিকি রয়েছে তাকেও অনেকে হত্যা করে

৪১. *আল মওসুয়াতুল ফিকহিয়্যা আল কুয়াইতিয়া*, (কুয়েত: ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনুল ইসলামিয়া, ১৪০৪-১৪২৭হি.), খ. ৭, পৃ. ৯৭

৪২. মুসলিম, *আস সহীহ* (نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ), খ. ১, পৃ. ১৩৫, হাদীস নং ২৪২

সে সওয়াবের আশা করে। কেননা, তাদের একটি প্রকার বড় হয়েই সেই রকম হয়। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الْأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ.

"যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে টিকটিকি হত্যা করবে, সে এত এত পুণ্য পাবে। আর যে ব্যক্তি তাকে দ্বিতীয় আঘাতে হত্যা করবে, সে প্রথম আঘাতে হত্যা করার চেয়ে কম এত এত পুণ্য পাবে আর যদি তাকে তৃতীয় আঘাতে হত্যা করে, সে এত এত পুণ্য পাবে যা দ্বিতীয় আঘাতে হত্যার চেয়ে কম।"[৪৩]

অন্য বর্ণনায় সওয়াবের পরিমাণের ব্যাখ্যা এভাবে এসেছে:

مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ.

"যে ব্যক্তি কোনো টিকটিকি প্রথম আঘাতে হত্যা করবে তার জন্য একশ পুণ্য লিখা হবে আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে হত্যা করবে সে তার চেয়ে কম পাবে আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে হত্যা করবে সে তার চেয়ে কম পাবে"।[৪৪]

শায়খ উসাইমিন বলেন:

والوزغ سام أبرص، هذا الذي يأتي في البيوت يبيض ويفرخ ويؤذي الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وكان عند عائشة رضي الله عنها رمح بها تتبع الأوزاغ وتقتلها.

"ওয়াযগ হলো টিকটিকি, যে মানুষের ঘরে বসবাস করে ডিম পাড়ে ও বাচ্চা জন্ম দেয় আর মানুষকে কষ্ট দেয়। নবী স. তাদের হত্যা করার নির্দেশ দেন। আয়িশা রা.-এর নিকট একটি তীর থাকত, যা দ্বারা তিনি টিকটিকি তালাশ করতেন ও তাকে হত্যা করতেন।"[৪৫]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً.

"এক আঘাতে টিকটিকি হত্যা করলে সত্তরটি পুণ্য পাবে"।[৪৬]

মুফাসসির ইসমাঈল হাক্কী রহ. বলেন, "যে সকল প্রাণীর স্বভাব কষ্ট দেয়া তাকে তার কষ্ট প্রদানের কারণে হত্যা করা বৈধ। যেমন, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, টিকটিকি ইত্যাদি। হিদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ খাব্বাযীর হাশিয়াতে এসেছে- জীব হত্যা করা হয়ত ক্ষতি দূর

৪৩. মুসলিম, প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ : (اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ), খ. ৪, পৃ. ১৭৫৮, হাদীস নং ২২৪০

৪৪. প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ : (اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ), খ. ৪, পৃ. ১৭৫৮, হাদীস নং ২২৪০

৪৫. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index

৪৬. মুসলিম, *আস সাহীহ*, পরিচ্ছেদ: (اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ), খ. ৪, পৃ. ১৭৫৯, হাদীস নং ১৪৭

করার জন্য বা কল্যাণ অর্জনের জন্য বৈধ। মৌমাছি ও রেশমের পোকা হত্যাও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত; যদি তাদের হত্যা ব্যতীত কল্যাণ অর্জন সম্ভব না হয়। কথিত আছে যে, সাপ তার খারাপ আচরণ প্রকাশ করেছে আদমের সাথে খিয়ানত করার মাধ্যমে। সে ইবলিসকে মুখে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছে। সে যদি তাকে ভীতি প্রদর্শন করত ইবলিস জান্নাতে কখনও প্রবেশ করতে পারত না। তাই রাসূলুল্লাহ স. তাকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন, তাকে তোমরা হত্যা কর, যদিও নামাযে থাক। অর্থাৎ সাপ ও বিচ্ছুকে। আর সকল প্রাণীদের মধ্যে টিকটিকিই ইবরাহীম আ.-এর আগুনে ফুৎকার দিয়েছিল; তাই তাকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। ... তদুপরি টিকটিকি বিষাক্ত। খাবার নষ্ট করে, বিশেষ করে লবণকে নষ্ট করে ফেলে। আর যদি সে নষ্ট করার কোনো বস্তু না পায়, সে ছাদে উঠে খাবারের বরাবর উঁচু জায়গা থেকে সে তার বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে। এভাবে সে খাবারকে অপবিত্র ও নষ্ঠ করে দেয়। আর ইঁদুর তার কৃতিত্ব দেখিয়েছে নূহ আ.-এর কিস্তি তে। তাকে সে ছিদ্র করে ফেলেছে। আর কাক তার খারাপ কৃতিত্ব দেখিয়েছে তাকে যখন নূহ আ. যমীনের সংবাদ গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছিলেন, তখন সে মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল আর কিস্তি থেকে নেমে গেল। তেমনি চিল, হিংস্র প্রাণী ও পাগলা কুকুর সকলে সাপের মত। আর ক্ষতিকারক বস্তু হত্যা করা ক্ষতি দূর করার নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত।[৪৭]

হত্যা করার বৈধ পদ্ধতি

যে সকল প্রাণীকে হত্যা করা বৈধ তাদেরকে নিয়ম মেনে হত্যা করতে হবে। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করা বৈধ নয়। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

"দুটি বিষয় আমি রাসূলুল্লাহ স. থেকে স্মরণ রেখেছি। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে দয়ার ফায়সালা রেখেছেন। তাই তোমরা যখন হত্যা করবে সুন্দরভাবে হত্যা কর আর যখন যবেহ করবে সুন্দরভাবে যবেহ কর আর তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের ছুরিতে শান দেবে, যাতে জন্তু স্বস্তি পায়।"।[৪৮]

তাই হারাম প্রাণীকে আগুন ব্যতীত সকল পন্থায় হত্যা করা বৈধ। আর যে পদ্ধতিতে দ্রুত নিহত হবে সেই পদ্ধতি গ্রহণ করাই উত্তম। আর হালাল প্রাণীকে সুন্দরভাবে যবেহ করতে হবে।

৪৭. ইসমাইল হাক্কী, *রুহুল বয়ান* (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা বি.), খ. ১, পৃ. ১১২

৪৮. মুসলিম, *আসসহীহ*, পরিচ্ছেদ: (الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ), খ. ৩, পৃ. ১৫৪৮, হাদীস নং ১৯৫৫।

আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا» وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟» قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ.

"আমরা রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। একসময় তিনি তার কোন এক প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। তখন আমরা একটি চড়ুইপাখি দেখলাম, যার সাথে দুটি বাচ্চা ছিল। আমরা তার বাচ্চাদুটি ধরলাম। অতঃপর চড়ুই পাখিটি এসে তার ডানা নাড়তে লাগল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ স. এসে বললেন, তোমাদের কে একে তার সন্তান দিয়ে কষ্ট দিয়েছে? তার সন্তান তার নিকট ফিরিয়ে দাও। তিনি পিঁপড়ার এক গ্রাম দেখলেন, যাকে আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, কে তাদেরকে জ্বালিয়ে দিয়েছে? আমরা বললাম, আমরাই করেছি। তিনি বললেন, আগুন দ্বারা আগুনের প্রভু ব্যতীত কারও শাস্তি দেওয়া উচিত নয়।"[৪৯]

হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.

"রাসূলুল্লাহ স. যে কোনো প্রাণীকে বন্দী করে রেখে হত্যা করা থেকে নিষেধ করেছেন"।[৫০]

ইবনে আব্বাস রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন:

نَهَى عَنْ قَتْلِ شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.

"তিনি যে কোনো প্রাণী বন্দী করে রেখে হত্যা করা থেকে নিষেধ করেছেন"।[৫১]

কুরবানী ও প্রাণী হত্যা কি অমানবিক?

অনেক অমুসলিম, আধুনিক বুদ্ধিজীবী ও কোনো কোনো ধর্মাবলম্বী কুরবানী নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন। পশু হত্যা নিয়ে তারা নানা প্রশ্ন করে থাকে। তারা তাকে অমানবিক আখ্যা দিয়ে থাকে। তাদের ধারণা মতে কুরবানী অপচয়ের শামিল।

৪৯. আবূ দাউদ, সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ, *আস সুনান*, তাহকিক: মুহাম্মদ মহিউদ্দীন (বৈরূত: আল মাকতাবাতুল আছরিয়্যা, তা বি.), পরিচ্ছেদ: (فِي كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ), খ. ৩, পৃ. ৫৫, হাদীস নং ২৬৭৫

৫০. মুসলিম, *আসসাহীহ*, পরিচ্ছেদ : (النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ), খ. ৩, পৃ. ১৫৫০, হাদীস নং ১৯৫৯।

৫১. আবুল কাসেম সুলাইমান তাবরানী, *আল মু'জামুল কবির* (বৈরূত: দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরবি, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ৪৬, হাদীস নং ১২৪৩০

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মুফাসসির সাইয়্যেদ রশীদ রেযা [১৮৬৫-১৯৩৫খ্রি.] বলেন,

"কিছু ব্রাহ্মণ ও দার্শনিক বলেন, খাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো প্রাণী যবেহ ও শিকার করা গর্হিত। কোনো বিবেকবান ব্যক্তি তা করতে পারে না। আর নিজের চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য কোনো জীবকে কষ্ট দেয়া উচিত নয়। এ মূলনীতির আলোকে আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতসমূহের উপর প্রশ্ন জাগে, যেখানে প্রাণী ভক্ষণের অনুমতি রয়েছে। যেমন মূসা আ., ঈসা আ. ও মুহাম্মদ স. প্রমুখ নবীর শরী'আত। মানুষেরা এ ব্যাপারে আরব দার্শনিক আবুল আলা মা'আররীর সমালোচনা করে যে, সে ঘৃণার কারণে গোশ্ত খেত না। বরং তাকে পাশবিক মনে করত। স্বভাবজাত ঘৃণার কারণে নয়; বরং তাকে অমানবিক মনে করে সে তা খেত না। অনেকেই এমনটি করে থাকে। তার ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি অসুস্থ হলে ডাক্তার তাকে মুরগীর গোশত খেতে বললেন। অতঃপর তা রান্না করে আনা হলে তিনি গোশতের উপর নিজের হাত রেখে বললেন, তারা তোমাকে দুর্বল ভেবেছে; তাই তারা তোমার জন্য এটি খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তারা কেন তোমাকে বাঘের বাচ্চা ভাবেনি?

এই ধরনের প্রশ্নের জবাব হলো, আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতসমূহ মানুষের জন্য জীব খাওয়ার অনুমোদন না দিলে সৃষ্টির শৃঙ্খলার উপর প্রশ্ন ওঠত। কেননা, প্রভুর সুন্নাত হলো, জলে-স্থলে একটি প্রাণী অপর প্রাণীকে ভক্ষণ করা। তাই মানুষ সেরকম ভক্ষণ করার বেশি হকদার। কেননা, মহান আল্লাহ তাকে সকল প্রাণীর উপর মর্যাদা দিয়েছেন ও সকল প্রাণীকে তাদের অনুগত করেছেন, যেভাবে যমীনের সকল বস্তু ও শক্তিকে তাদের অনুগত করেছেন। যাতে সে তা দ্বারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারে, ইবাদত করতে পারে ও সৃষ্টি জগতের মাঝে তার নিদর্শন ও লোকায়িত বিজ্ঞান, আশ্চর্যাবলি, সূক্ষ্মবিষয় ও সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে। মানুষ এসকল জানোয়ার ভক্ষণ ছেড়ে দিলেও তারা মৃত্যু বা ধ্বংস থেকে বা হিংস্র প্রাণীদের হামলা থেকে রেহাই পেতে পারবে না। অনেক সময় শরয়ী পদ্ধতিতে যবেহ করা তাদের বিভিন্ন প্রকার মৃত্যুর কষ্ট থেকে হালকা হয়। তা প্রাণীদের প্রতি এক প্রকার দরদের বহিঃপ্রকাশ। অনেক সময় ছাগল যখন বাঘের ঘ্রাণ পায় বা তার আওয়াজ শুনে তখন তার শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তেমনি মোরগের অবস্থা নেকড়ের সাথে ও সকল হিংস্র প্রাণীর সাথে। আর যবেহের ব্যথা সামান্য সময় হয়। জীব বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রাণী ও জানোয়ারদের ব্যথার অনুভব মানুষের ব্যথার অনুভবের চেয়ে দুর্বল। তাই প্রাণীদের যবেহ করা পাশবিক নয়।"[৫২]

[৫২.] মুহাম্মদ রশিদ, *তাফসীরুল হাকিম* (মিসর: আল হাইয়াতুল মিসরিয়া আল আম্মাহ, ১৯৯০খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১৬৫

জিন হত্যা

প্রাণী জগতে জিন বিশেষ এক শ্রেণি এবং মানুষের সাথে সাথে তারাও পরকালে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে। অনেক সময় জিন বিভিন্ন আকৃতিতে মানুষের ঘর-বাড়িতে প্রবেশ করে থাকে। তাই তাদের হত্যার বিধান জেনে নেয়া আমাদের অতীব প্রয়োজন। কিছু জিন সাপের আকৃতিতে মানুষের ক্ষতি করে তাদের হত্যা করতে নিষেধ নেই।

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা রা.-এর আযাদকৃত দাসী সা'য়িবাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ. إِلاَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ. فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ. وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.

"নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ স. ঘরে বসবাসকারী জিনদের (সাপ) হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তবে যে সকল সাপের পিঠে দুটি সাদা রেখা থাকবে বা লেজকাটা হবে তারা ব্যতীত। কেননা, তারা দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেয় ও মহিলাদের গর্ভপাত করে"।[৫৩]

হানাফীগণ ব্যতীত অন্যান্য ফকীহ ঘরের সাপ ও বাইরের সাপের ব্যাপারে পৃথক বিধান দিয়েছেন। তাদের মতে, অনাবাদীর সাপ সাধারণভাবে ভীতি প্রদর্শনবিহীন হত্যা করা হবে। কেননা, তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর ঘরের সাপকে হত্যা করার পূর্বে তিনবার সতর্ক করা হবে। হানাফীগণ তাতে পার্থক্য করে না। তাহাবী রহ. বলেন, সকলকে হত্যা করতে বাধা নেই। কেননা, নবী স. জিনদের সাথে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা যেন তার উম্মতের ঘরে প্রবেশ না করে আর তাদেরকে প্রকাশ না করে। তাই তারা যদি বিরোধিতা করে তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করল, তাই তাদের হত্যা করা হারাম হবে না। তা সত্ত্বেও যাদের মাঝে জিনদের আলামত পাওয়া যাবে তাদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। তবে তা তাদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হবার কারণে নয়; বরং তাদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য ক্ষতি দূরীভূত করার মানসে।[৫৪]

মহানবী স. বলেন:

إِنَّ لِبُيُوتِكُمْ عُمَّارًا، فَحَرِّجُوا عَلَيْهِنَّ ثَلاَثًا، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَاقْتُلُوهُنَّ.

"নিশ্চয় তোমাদের ঘরকে আবাদকারী রয়েছে; তাই তাদেরকে তিনবার সতর্ক করে দাও। যদি তার পরেও তাদের কাউকে দেখা যায় তখন তাদেরকে হত্যা কর"।[৫৫]

[৫৩.] মালিক ইব্ন আনাস, *আল মুয়াত্তা*, তাহকিক: বাশশার আওয়াদ মারুফ ও মাহমুদ খলিল (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রেসালা, ১৪১২হি.), খ. ৫, পৃ. ১৪২২, হাদীস নং ৩৫৮০।

[৫৪.] *মওসুয়া ফিকহিয়্যা কুয়িতিয়া*, খ. ১৭, পৃ. ২৮২।

[৫৫.] তিরমিযী, *আসসুনান*, খ. ৩, পৃ. ১২৯, হাদীস নাং ১৪৮৪।

তবে সাধারণভাবে কোনো কারণ ব্যতীত তাদেরকে হত্যা করা বৈধ নয়।

ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْجَانِّ

"রাসূলুল্লাহ স. জিনদের হত্যা থেকে নিষেধ করেছেন"।[৫৬]

বিশিষ্ট ফকীহ আবুল মা'আলী বুরহানুদ্দীন রহ. বলেন,

"কতিপয় মাশা'য়িখের মতে, (সালাতরত অবস্থায়) সাপ জিন না হলে হত্যা করা বৈধ আর জিন হলে অবৈধ। এ বিষয়ে মূলকথা হলো রাসূলুল্লাহ স.-এর বাণী। তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদেরকে সাদা সাপ থেকে বিরত রাখ; কেননা, তারা জিন। তাঁদের মতে, সালাত আদায়রত অবস্থা ছাড়াও সাপ জিন না হলে হত্যা করা বৈধ আর জিন হলে ভীতি প্রদর্শনের পরে হত্যা করা বৈধ। আর ভীতি প্রদর্শনের পদ্ধতি হলো তাকে বলবে "মুসলিমদের রাস্তা উন্মুক্ত করে দাও"। তার পরেও রয়ে গেলে তাকে হত্যা করবে। আর যাঁরা বলেন, সালাতরত অবস্থায় জিন ও গায়রে জিন সকলকে হত্যা করা বৈধ, তাঁদের মতে সালাতের বাইরেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য। এটিই বিশুদ্ধ মাযহাব। কেননা, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, তোমরা দুই কালোকে (অর্থাৎ সাপ ও বিচ্ছু) হত্যা কর। তিনি তাতে পার্থক্য করেননি। রাসূলুল্লাহ স. জিনদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তারা যেন তাঁর উম্মতের ঘরে প্রবেশ না করে আর যদি ঘরে প্রবেশ করে, তবে তারা যেন প্রকাশিত না হয়। এরপরও যদি তারা তা করে, তবে তাদের প্রতি কোনো দায়-দায়িত্ব থাকবে না। তাই যে নিজেকে রাসূলুল্লাহ স.-এর উম্মতের নিকট ঘরে প্রবেশ করে নিজেকে প্রকাশ করল, সে যেন অঙ্গীকার ভঙ্গ করল। এভাবে সে হত্যাযোগ্য অপরাধে লিপ্ত হল।"[৫৭]

ভুলে প্রাণী হত্যা

ভুলে কোন প্রাণী হত্যা করা হলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আশা করা যায়, আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

ইবন আব্বাস সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স.বলেন:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মত থেকে অনিচ্ছাকৃত কাজ, ভুল ও জোরপূর্বক কাজ ক্ষমা করে দেন"।[৫৮]

৫৬. মা'মর ইব্ন আবী আমর, *জামে' মামর*, তাহকিক: হাবিবুর রহমান আযমী (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩হি), খ. ১০, পৃ. ৪৩৫, হাদীস নং ১৯৬১৯

৫৭. আবুল মাআলী বুহানুদ্দীন, *আল মুহীতুল বুরহানী ফিল ফিকহিন নুমানী* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২০০৪খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৯৪.

৫৮. ইব্ন মাজাহ, *সুনান*, খ. ১, পৃ. ৬৫৯, হাদীস নং ২০৪৫

কেউ ভুলে যদি কোনো প্রাণী হত্যা করে, তখন মালিক পাওয়া গেলে জরিমানা দিতে হবে। আর কারও মালিকানা পাওয়া না গেলে জরিমানা দিতে হবে না। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে।

যুদ্ধে প্রাণী হত্যা

যুদ্ধের মধ্যে অনেক সময় শত্রুপক্ষকে দমন করার জন্য প্রাণী হত্যার প্রয়োজনবোধ হয়। এরূপ অবস্থায় প্রাণী হত্যা করা বৈধ। যেমন জামালের যুদ্ধে আয়িশা রা. কে দমন করার জন্য তার উটের পা কেটে দেয়া হয়েছিল। ফলে তাদেরকে পরাজিত করা সহজ হয়।

রণক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রয়োজনে সকল প্রাণী হত্যা করা বৈধ। কেননা, তাদের প্রাণীকে হত্যা করলে তাদের হত্যা ও পরাজয় ত্বরান্বিত হবে। মালিকীগণ বলেন, অগ্রগণ্য মত হলো, যুদ্ধে প্রাণী হত্যার পর তাকে জ্বালিয়ে ফেলা ওয়াজিব, যদি শত্রুরা তাদের ধর্ম মতে মৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণকে বৈধ মনে করে। কেউ কেউ বলেন, যদি তা নষ্ট হওয়ার পূর্বে তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে, তবেই জ্বালিয়ে ফেলা ওয়াজিব, নতুবা ওয়াজিব হবে না। কারণ এর উদ্দেশ্য হলো, তারা যেন এ থেকে ফায়দা অর্জন করতে না পারে। পক্ষান্তরে যুদ্ধাবস্থা বা রণাঙ্গণ ভিন্ন অন্য জায়গা হলে হানাফী ও মালিকীগণ বলেন, তাদের প্রাণীর পা কেটে দেয়া বৈধ। কেননা, তা তাদের রাগের কারণ ও তাদের শক্তি দুর্বল করে দেওয়ার উপলক্ষ। তাই তাদের হত্যা করা যুদ্ধে হত্যা করার মত। আর শাফিয়ী এবং হাম্বলীগণ বলেন, তা বৈধ নয়। কেননা, নবী স. বন্দী করে রেখে প্রাণী হত্যা করা থেকে নিষেধ করেছেন। আবূ বকর সিদ্দিক রা. ইয়াযিদ ইবন আবি সুফিয়ান রা.কে অসীয়ত করে বলেন, "তুমি ফলদার গাছ কেটে ফেলবে না এবং খাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো প্রাণী ও ছাগলকে হত্যা করবে না।"[৫৯] এটিই বিশুদ্ধমত।

উপসংহার

প্রত্যেক প্রাণীর মালিক মহান রাব্বুল আলমীন। তিনি তাদের রিয্কের ব্যবস্থা করেন। তিনি ব্যতীত কারও কোনো প্রাণী সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। প্রাণীদেরকে হত্যা করা সাধারণত ইসলামে নিষিদ্ধ। তবে ভক্ষণের উদ্দেশ্য হালাল প্রাণী হত্যার করার বিধান ইসলামে রয়েছে। তাছাড়া কষ্টদায়ক, ক্ষতিকর ও ঘৃণিত প্রাণী হত্যা করাও ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ। প্রাণীদের দ্বারা যদি কোনো চিকিৎসা বা ঔষধ তৈরি করা হয়, তখন সে কারণেও প্রাণীদেরকে হত্যা করা যাবে। আর যখন তাদেরকে হত্যা করা হবে তখন ধারালো ছুরি ইত্যাদি দ্বারা হত্যা করতে হবে, যাতে তাদের কষ্ট না হয়।

৫৯. *আল-মাওসূয়্যাহ আল-ফিকহিয়্যাহ*, খ. ১৬, পৃ. ১৫৬